بسم الله الرحمن الرحيم

জার্মানীর কার্লস্‌রুহে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২রা সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আজ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জার্মানী তিন দিনের জন্য নিজেদের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত করার তৌফিক লাভ করছে। এই জুমুআর সাথেই জলসা সালানার আনুষ্ঠানিক সূচনা হচ্ছে। জামাতের সদস্যদের সংশোধনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে জলসা সালানার যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সেই প্রথম সূচিত জলসার ১২৫ বৎসর এ বছরে পূর্ণ হতে চলেছে। সেই জলসা, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ছোট্ট এক জনপদ কাদিয়ানে আর মসজিদের একাংশে ৭৫ জন সদস্য নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে পৃথিবীর সংশোধন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হয়ে ইসলামের বাণী পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয়ার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আজ আমরা তার সুফল দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের কর্মপ্রচেষ্টায় ও নিয়্যতে এমন বরকত বা কল্যাণ দান করেছেন যে, আজ আহমদীয়া জামাত এখানে জার্মানীতে বড় বড় যে সমস্ত হল এবং কমপ্ল্যাক্স রয়েছে, সেগুলোর মধ্য হতে বিস্তৃত এক ভূ-প্রাঙ্গনের ওপর নির্মিত পুরো একটি কমপ্ল্যাক্স-এ নিজেদের জলসার অনুষ্ঠান করছে। আর এর ইমারত-ভবন এত সুপ্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও বহুবিধ প্রয়োজনাদি মেটাতে বাইরের খোলা আঙ্গিনায় মার্কি ও তাবু ইত্যাদি খাটানো হয়েছে। জাগতিক উপকরণ সমূহের দিক থেকে দেখলে এত বিশাল ব্যয়ভার বহন করা আমাদের জন্য আজও সম্ভব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু জামাতের অর্থ-সম্পদে আল্লাহ্ তা'লা বরকত প্রদান করে থাকেন, যার কারণে এখানে জলসা করার তৌফিক তিনিই আমাদেরকে দান করেছেন। পেছন দিক থেকে শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে, জলসাগাহ্‌র ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত যারা রয়েছেন তারা তদারক করে দেখুন, শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আওয়াজ ঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে কি'না। যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ লাভ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই জলসা আরম্ভ করেছিলেন, আর জামাতের সদস্যদের সংশোধন করা ছিল এর উদ্দেশ্য। এর আরো উদ্দেশ্য ছিল- খোদা তা'লার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় চেষ্টিত থাকা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন, নিজ মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে তা নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করে নেয়া, লিপ্সাপূর্ণ জাগতিক চাহিদা এবং বৃথা কার্যকলাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা, ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী সারা বিশ্বে প্রচার করার প্রতিজ্ঞা ও পরিকল্পনা গ্রহন এবং নিজেদের সমস্ত দক্ষতা ও সামর্থ্য পুরোপুরি নিয়োগ করে তার বাস্তবায়ন পূর্ণ করা। প্রেম, প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক-বন্ধন সুদৃঢ় করা। তদনুযায়ী পূর্ববর্তীরা এই কাজ যথাযথভাবেই করে গেছেন। ছোট্ট গ্রাম কাদিয়ানের সেই জলসাসমূহে আল্লাহ্ তা'লা এত বরকত প্রদান করেছেন যে, আজও সেই একই রীতিতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে, যেখানেই জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে, এই জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে চলছে। আর এসব

জলসারও উদ্দেশ্য সেই একই যা কাদিয়ানের সেই জলসার ছিল বলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করে গিয়েছেন আর সংক্ষিপ্তভাবে আমি তারই উল্লেখ করেছি।

অতএব, আজ এই উদ্দেশ্যে আমরা যদি এখানে একত্রিত হয়ে থাকি তাহলে আমরা সৌভাগ্যবান কেননা আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির উত্তরাধিকারী হব। কিন্তু কেউ যদি মেলার কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এখানে আসে বা আমাদের মধ্য থেকে কোন একজনও যদি এসে থাকে তাহলে এটি হবে দুর্ভাগ্য, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুণ্যময় এক উদ্দেশ্যের জন্য একত্রিত হতে বলেছেন আর আমরা একত্রিত হয়েছিও, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনের পরিবর্তে পুনরায় বৈষয়িকতায় মত্ত হয়ে রয়েছি। সুতরাং এখানে আগমনকারী প্রত্যেক আহমদী এই কথা যেন দৃষ্টিপটে রাখে যে, এই তিন দিনে জগতমুখিতা থেকে সম্পর্ক পূর্ণরূপে ছেদ করে নিন। আর পরবর্তীতে জাগতিক অবস্থানে থেকেও এবং কাজকর্মে নিয়োজিত হয়েও, কেননা এসবও প্রয়োজনীয়, জাগতিক কাজ-কর্ম, আয়-উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, এগুলোও জরুরী, কিন্তু এরপরও সেসব নেকীকে জারী রাখার প্রতিজ্ঞা এখান থেকে করে যান যা এখানে আসায় আপনাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে, যেন খোদা তা'লার কৃপাবারিকে ধারণকারী হতে পারেন। ফরয এবং নফল ইবাদতের পাশাপাশি এই দিনগুলোতে যিকরে ইলাহীতেও রত থাকুন। যিকরে ইলাহীতে নিমগ্নতায় চিন্তা-ধারা পবিত্র হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে, আর মানুষ অপবিত্রতা বা পাপ থেকে নিরাপদ থাকে। ইবাদতের উদ্দেশ্যও তা-ই। আর যিকরে ইলাহী আবশ্যকীয় ইবাদত সমূহের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। আর এভাবে মানুষ যদি প্রকৃতই ইবাদত সঠিকভাবে করে তাহলে এর ফলে যিকরে ইলাহীর প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। অতএব প্রত্যেকের এই বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত।

ইসলামে ইবাদতের একটি রুকন বা স্তম্ভ আল্লাহ্ তা'লা রেখেছেন, সর্বাবস্থায় যা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর যদিও ফরয বা আবশ্যকীয় নয় কিন্তু তাসত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রতি বছর এই দায়িত্ব পালন করে থাকে অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্র হজ্জ পালনের দায়িত্ব। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা কিছুদিনের মধ্যেই হজ্জব্রতের এই দায়িত্ব পালন করা হবে। হজ্জের ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্ তা'লা যেখানে মুসলমানদের এটি বলেছেন যে, এই দিনগুলোতে নিজেদের সমস্ত মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ রাখ কেননা এটি ছাড়া হজ্জের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না, সেখানে তিনি এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, সমাবেশ হওয়ার কারণে, এক জায়গায় একত্রিত হওয়ার কারণে অনেক মন্দ দিকও সৃষ্টি হতে পারে। যদিও হজ্জের পরিবেশের কারণে প্রত্যেক হজ্জ পালনকারীর কাছে এই প্রত্যাশাই করা হয় যে, এই পবিত্র পরিবেশের কারণে তার মনে যিকরে ইলাহী, তাসবীহ্ এবং তাহমীদ ছাড়া অন্য কোন কিছুর ধারণা আসতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা, যিনি মানবীয় প্রকৃতিকে খুব ভালোভাবে জানেন তিনি এই প্রেক্ষাপটে তিনটি মন্দের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তোমাদের এগুলো থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে। অতএব পরিবেশ যতই পবিত্র হোক না কেন মানুষের সর্বদা শয়তানের হামলা থেকে বেঁচে থাকার দোয়ায় রত থাকা উচিত আর এর প্রতি তার সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা হজ্জ পালনকারীদের যে তিনটি বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেগুলোর মাঝে প্রথমটি হলো 'রাফাস'। তিনি বলেন, প্রথমেই

হলো ‘রাফাসা’। এর অর্থ ‘কাম উদ্দীপক কথাবার্তা’ তো করাই হয় কিন্তু সেইসাথে বাজে কথা বলা, গালি দেয়া, খারাপ এবং বৃথা কথা বলা, নোংরা গল্প শোনানো, অযথা কথা বলা, খোশগল্প করা, অলস বসে থেকে আড্ডা দেয়া ইত্যাদি অর্থও হয়, এগুলো সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, এখানে সকল প্রকার বৃথা, বেহুদা কথাবার্তা এবং খোশগল্প করার বৈঠক সমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে কেউ যেন এটি না ভাবে যে, হজ্জে গিয়ে এসব কাজ কে-ইবা করে। হজ্জে যারা যায়, তাদের প্রত্যেকের কাছে এই প্রত্যাশাই করা হয় যে, বিশুদ্ধচিত্তে নিজের সবকিছু আল্লাহ্ তা’লার খাতিরে সেখানে উৎসর্গ করে সে অবস্থান করবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি যখন হজ্জে যাই তখন এক যুবক আমার সাথে তাওয়াফ করছিল। তাওয়াফ করাকালে দোয়া করা এবং যিকরে ইলাহীতে রত থাকার পরিবর্তে সে সিনেমার গান গাইছিল। ভারত থেকে গিয়েছিল সে। আমি তাকে বলি, তুমি একি করছ! উত্তরে সে বলে, হজ্জে যেসব দোয়া করা হয় আমি তার কিছুই জানি না। ব্যবসায়ী মানুষ আমি, কোলকাতায় আমাদের কাপড়ের বেশ বড় দোকান রয়েছে। আমাদের দোকানের উল্টোদিকে আরেকটি বড় কাপড়ের দোকানও রয়েছে, তারাও বড় ব্যবসায়ী। তাদের মালিকদের মধ্য থেকে একজন হজ্জ করে এসেছে এবং দোকানের সাইনবোর্ডে সে নিজের নামের সাথে ‘হাজী’ শব্দটি যুক্ত করে নিয়েছে। এর কারণে লোকজন তাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে যে, হাজী সাহেবের দোকান, তাই জিনিসপত্র ভালোই দিবেন। আমার পিতা তাই আমাকে বললেন যে, আমি তো হজ্জে যেতে পারছি না, অসুস্থতা বা বার্ধক্য কারণ যেটিই হোক না কেন, তুমি হজ্জে যাও যাতে আমরাও নিজেদের দোকানের সাইনবোর্ড সেভাবে লাগাতে পারি। অতএব আমার উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা বৃদ্ধি করা আর এই নিয়্যতেই আমি হজ্জ পালন করছি। সুতরাং এমন উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যখন হজ্জেও যেতে পারে তাহলে অন্য কোন ইবাদত বা জলসাতে যোগদানকারী মানুষের চিন্তা-চেতনা কেমনতরই না থাকতে পারে। এরপর আল্লাহ্ তা’লা বলেন, হজ্জের দিনগুলোতে ‘ফুসুক’ বা অবাধ্যতা করবে না অর্থাৎ আনুগত্য ও আদেশ পালন থেকে বিরত হবে না। আল্লাহ্ তা’লার আদেশ পালন করতে হবে। পুণ্যের যে পথ তোমরা অবলম্বন করেছ সেটিকে ধরে রাখতে হবে, এবং পাপের প্রতি আকৃষ্ট হবে না। এরপর আল্লাহ্ তা’লা বলেন, হজ্জের দিনগুলোতে ‘জিদাল’ অর্থাৎ সকল প্রকার কলহ-বিবাদ এবং লড়াই-ঝগড়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে চলতে হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক উপলক্ষ্যে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা’লা হজ্জের সময় পাপ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে যে নীতি বর্ণনা করেছেন আমাদের জলসা সমূহেও এই চিন্তা-চেতনা নিয়ে মানুষ যদি আগমন করে তাহলে অসাধারণভাবে সংশোধন হয়ে যেতে পারে। নিশ্চিতভাবে সংশোধনের জন্য অত্যন্ত মৌলিক একটি বিষয় তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন। আমরা এটি বলি না, হজ্জের তুল্য মর্যাদা জলসা রাখে, আল্লাহ্ না করুন। তবুও কতিপয় অ-আহমদী যেভাবে আমাদের ওপর এখন এই আপত্তি করতে আরম্ভ করেছে যে, যেহেতু আমরা কাদিয়ান যাই তাই এটিকে আমরা হজ্জের মর্যাদা দান করি অথচ এটি মোটেই সঠিক নয়। তবে ধর্মীয় উন্নতি লাভে এবং নিজেদের সংশোধনের জন্য এটি একটি ভিত্তি স্বরূপ যা আল্লাহ্ তা’লা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বড় বড় সমাবেশ যেখানে হয় সেখানে এসব বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখ। আর ধর্মীয় উন্নতির জন্য এবং নিজেদের সংশোধনের জন্য

যেসব জলসায় আমরা একত্রিত হই সেখানে এসব বিষয়ের প্রতি যদি আমাদের দৃষ্টি থাকে তাহলে আমাদের সংশোধনের মান উন্নত হবে। যদিও জলসা কোনরূপ ইবাদত নয় কিন্তু এটি অবশ্যই এক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প, আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির জন্য যা চালু করা হয়েছে। এখন আমরা যদি এখানে খারাপ বা নোংরা কথা-বার্তা, গালি দেয়া, মন্দ এবং বৃথা কথা বলা ও গল্প শোনানোর মত কাজ করি তাহলে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না। অতএব জলসায় এসব বিষয় থেকে আমাদের বেঁচে চলতে হবে। আমরা যদি বৃথা বিষয়াদি এবং বৃথা কথাবার্তা থেকে বেঁচে চলি তাহলে নিশ্চিতভাবে প্রশান্ত, নিরাপদ ও পুণ্যের বিস্তারকারী এক পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং জলসার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। এরপর ‘ফুসুক’ বা অবাধ্যতা যা আল্লাহ্ তা’লার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার গুনাহ্, তা থেকেও বেঁচে চলতে হবে। এটি একটি জরুরী বিষয়। যেহেতু আমরা পরিপূর্ণরূপে ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্য এখানে এসেছি তাই আমরা যেন সবসময় আল্লাহ্ তা’লার আনুগত্যের জোঁয়াল নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে রাখি।

অতএব মূল কথা হলো, কুরআন শরীফের শিক্ষামালা নিজেদের ওপর প্রযোজ্য ও প্রয়োগ করে আল্লাহ্ তা’লার ইবাদতের অধিকারও আদায় করতে হবে আর অন্যান্য আদেশাবলীর ওপরও আমল করতে হবে।

এরপর একটি অবাঞ্ছিত কাজ যা সম্পর্কচ্ছেদের কারণ হয়ে যায় এবং এরপর বছরের পর বছর সম্পর্ক ছিন্নাবস্থায় থাকে আর বিবাদ চলতে থাকে, এসব থেকেও আত্মরক্ষার আদেশ দেয়া হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার যেসব উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি কথার সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, আমরা যেন নিজেদের সংশোধনের সুযোগ লাভ করি, নিজেদের নফসের সংশোধন যেন হয়, বৃথা কার্যকলাপ থেকে যেন বেঁচে চলা হয়, আল্লাহ্ তা’লার প্রতি মনোযোগ যেন সৃষ্টি হয় এবং তাঁর আদেশাবলী পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে মেনে চলার প্রতি যেন বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয় আর নিজ ভাইদের সাথে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বিশেষ সম্পর্ক যেন প্রতিষ্ঠিত হয়, আর সকল প্রকার স্বার্থপরতা এবং বিবাদ যেন নিঃশেষ হয়ে যায়। একবার যখন তিনি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দেখেন, লোক-জন পরস্পর একে অপরের অধিকার আদায়ের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে না এবং স্বার্থপরতা অনেকের মাঝেই প্রাধান্য পাচ্ছে আর ছোট ছোট অনেক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক এবং ঝগড়া-বিবাদের প্রদুর্ভাব ঘটছে, তখন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে সে বছর তিনি (আ.) জলসা-ই করেননি। অতএব জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যের এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, এই দিনগুলোতে যেখানে প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়েও নিজের নফসের সংশোধনের প্রতি তাকে মনোযোগ দিতে হবে সেখানে নিজের সময় নষ্ট না করে জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে জলসার পুরো প্রোগ্রামও শুনতে হবে। প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতায় সংশোধন এবং পুণ্যের কথা পাওয়া যায়। কেউ এটি বলতে পারে না যে, আমরা কিছুই পাইনি বা আমরা অনেক বড় আলেম। যত বড় আলেমই হোন না কেন কোন না কোন কথা অবশ্যই পাওয়া যায় অথবা কমপক্ষে স্মরণ হয়ে যায়। তাই এগুলো মনোযোগের সাথে শোনা উচিত। নিজেদের আধ্যাত্মিকতাকে বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ্ তা’লার ইবাদতের প্রাপ্য অধিকার আদায় করুন। আর সেই সাথে হুকূকুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দাকে দেয় অধিকার আদায়ের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা

উচিত। এখানে ঝগড়া-বিবাদের প্রশ্ন যদিও আসে না যে, ঝগড়া হয় কি হয় না, এই জলসা থেকে প্রকৃত কল্যাণ লাভের জন্য এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য যাদের মাঝে পুরোনো ঝগড়া চলছে, এটি নয় যে, এখানে এসে ঝগড়া করবেন বরং যাদের মাঝে পুরোনো ঝগড়া চলছে তাদেরও উচিত একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে মিমাংসার মাধ্যমে তা মিটিয়ে ফেলা বা দূর করা। নিজেদের আমিত্বকে নিশ্চিহ্ন করুন। আমি জানি যে, প্রতি বছর জলসায় অনেক পরিবার এবং অনেক লোকের মাঝে পুরোনো কিছু বিষয়াদির কারণে পারস্পরিক সম্পর্কে উত্তপ্ততা সৃষ্টি হয় আর অনেকে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদেও লিপ্ত হয়। জলসায় যেহেতু সবাই এসে থাকে তাই পরস্পর অসন্তুষ্ট দুই দলও সামনা-সামনি হয়ে যায়। সব আহমদীই এখানে এসে থাকে। আমরা এটি বলতে পারি না যে, অমুক কেন জলসায় এসেছে বা তমুক কেন আসেনি। এসব অসন্তুষ্ট লোকেরা, যাদের মাঝে মহিলা এবং পুরুষ উভয়ই রয়েছে, একে অপরকে যখন দেখে, অর্থাৎ এভাবে তাদের মাঝে পুরোনো অসন্তুষ্টি চলমান থাকাবস্থায় তারা একে অপরকে যখন দেখে তখন ভ্রু কুঞ্চিত হওয়া শুরু হয়ে যায়, কপালে ভাঁজ পড়তে আরম্ভ করে। এরপর অনেক সময় অনেকে দূর থেকেই বা চলমান অবস্থায়ই কোন না কোন বিদ্রুপাত্মক উক্তি করে বসে আর ভাব এমন দেখায় যে, আমরা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এটি বলিনি বরং এমনিতেই বলা হয়েছে অথচ বাস্তবতা হলো খোঁচা মারার জন্য এবং জেনে শুনেই তা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় পক্ষ, পূর্ব থেকেই ভিতরে ভিতরে যে জ্বলছে, সে-ও রাগের বশে বিরূপ মন্তব্য করে বসে। অর্থাৎ বৃথা একটি কাজের কারণে প্রথমে তারা আল্লাহ্ তা’লার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং অনেক সময় ঘটনা লড়াই-ঝগড়া পর্যন্ত গড়ায়। নিজ আবেগের ওপর কারো যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে তার জন্য উত্তম হবে পূর্বেই জলসার পরিবেশ থেকে যেন নিজে নিজেই বের হয়ে যায়, জলসায় অংশগ্রহণ যেন না করে। এমন দু’চার জনই হয়ে থাকে যারা জামাতের দুর্নামের কারণ হয় আর জলসায় এসে জলসার বরকত থেকে অংশ নেয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা’লার অসন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা’লা কি কখনো এটি পছন্দ করবেন যে, একটি নেক উদ্দেশ্যের জন্য একত্রিত মু’মিনরা নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং নেক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হবে! আল্লাহ্ তা’লা সফলতা লাভকারীদের বিষয়ে যখন বলেছেন বিগলিত নামাযের পর বৃথা কার্যকলাপ থেকে যারা বেঁচে চলে তাদের কথাও তখন উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা’লা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (সূরা আল্-মু’মিন: ২-৪)

অর্থাৎ নিশ্চয় সেসব মু’মিন সফলকাম হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে এবং বৃথা কার্যকলাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে।

অতএব এখানে একটি নেক উদ্দেশ্যের জন্য আগমন। নামাযে প্রায় সবাই-ই অংশ নেয় কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা বলেন, বিনয়াবনত নামায আদায় কর, আল্লাহ্ তা’লার পরিপূর্ণ আদেশ পালনকারী হয়ে নামায আদায় কর, সেটি যেন অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনের বাহ্যিক নামায না হয়। বাজামাত নামাযের একটি উদ্দেশ্য হলো ঐক্য যেন গড়ে উঠে, একই দেহরূপে আল্লাহ্ তা’লার কাছে যেন উপস্থিত হয়। আর একইভাবে পরস্পরের আধ্যাত্মিকতা এবং নেকীও যেন পরস্পরের মাঝে সঞ্চারিত হয় ও ছড়িয়ে

পড়ে। সুতরাং বিনয়াবনত নামায যারা আদায় করবে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হবে তাদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে দুর্বল পর্যায়ের মানুষের ওপরও পড়বে যারা তাদের সাথে দাঁড়াবে। কিন্তু প্রভাব তখনই পড়বে, আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলে দিয়েছেন, তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করে এসব নামায যখন পড়া হবে এবং নামাযে বিনয় থাকবে তখনই এসব হবে। অনেকেই আমাকে লিখেও থাকে যে, জলসার সময় বিনয়াবনত এবং বিগলিত চিত্তের নামায সমূহে তারা এক বিশেষ স্বাদ অনুভব করে। অতএব প্রত্যেকের উচিত এই স্বাদ অনুভবের চেষ্টা করা যেন তারাও সেসব মু'মিনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা পরিত্রাণ লাভকারী ও সফলকাম। তবে আল্লাহ্ তা'লা মুক্তিপ্রাপ্ত এবং সফলকামদের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম সৃষ্টি করেছেন যে, এসব মাধ্যম অবলম্বনের মাধ্যমে প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ সফলতা লাভ হয়। যেসব আয়াত আমি পাঠ করেছি সেগুলো থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, দ্বিতীয় পদ্ধতি হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন। অতএব জলসার দিনগুলোতে এবং পরবর্তীতেও প্রত্যেক আহমদীর এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) 'আল্-লাগাভ' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, সকল বিষয়াদি এতে চলে এসেছে। অর্থাৎ সর্ব প্রকার মিথ্যা, পাপ, তাস, জুয়া, গল্প করা, ছিদ্রান্বেষণ করা, এই সমস্ত বিষয়াদি এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাস ও জুয়ার উদাহরণ দিয়েছেন, এ কারণে whatsapp-এ প্রেরীত একটি ছবির কথা আমার মনে পড়ছে। অনেক মানুষের ওপর তো নেক পরিবেশ এবং পুণ্য ও পবিত্র স্থান সমূহেরও কোন প্রভাব পড়ে না। হজ্জে গমনকারী এক ব্যক্তির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি এবং তার উদাহরণ দিয়েছি। এখন যে ছবির কথা আমি বলছি, তা উঠানো হয়েছে মসজিদে ইতেকাফরত কয়েক ব্যক্তির, যাতে এমন কিছু লোকও ছিল যারা কুরআন পাঠ করছিল বা অন্য কোন বই, হাদীস ইত্যাদি পাঠরত ছিল, আবার কিছু লোক এমনও ছিল যারা মসজিদে বসা, মসজিদের পরিবেশটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এবং তারা সেখানে বসে তাস খেলছিল। ছবিটি যিনি প্রেরণ করেছেন, তিনি এতে তার commentও লিখেছেন যে, এরা মসজিদে নববীতে বসে আছে। অতএব, এই হলো অনেকের অবস্থা ইবাদতেও বৃথা কার্যকলাপ থেকে যারা বিরত থাকে না। কিন্তু তবুও এরাই পাক্কা মুসলমান আর আহমদীরা কাফের! এরা তো আল্লাহ্ তা'লার সাথেও প্রকাশ্য ঠাট্টা-তামাশা করছে, তাদের চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে! অতএব এসব নমুনা যা অন্যদের মাঝে আমরা দেখছি এগুলো থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত আমাদের মাঝে যেন কখনও এমন বিষয় সৃষ্টি না হয়। আর একইসাথে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, তিনি যুগ ইমামকে মান্য করার তৌফিক আমাদেরকে দিয়েছেন যিনি বারংবার এসব বৃথা কার্যকলাপ থেকে বেঁচে চলার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নিরর্থক বিষয়াদি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত মু'মিন হলো তারা, যারা অহেতুক কাজকর্ম, অযথা কথাবার্তা, অশোভন আচার-আচরণ, নিরর্থক সভা-সমাবেশ, কুসঙ্গ, অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ এবং অকারণ উচ্ছাস বা উত্তেজনা থেকে দূরে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে সর্বপ্রকার বৃথা বিষয়াদির উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যতগুলো বিষয়ের উল্লেখ এখানে করেছেন সেগুলো সবই একটি

অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি বৃথা বা মন্দ কাজ আরেকটি বৃথা বা মন্দ কাজের দিকে নিয়ে যায়। আর যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন, বৃথা কাজ, বৃথা কথা এবং বৃথা আচার-আচরণ যাদের দ্বারা সংঘটিত হয় তারাই বৃথা সমাবেশ সমূহে অংশগ্রহণকারী হয়ে থাকে। অকর্মণ্য লোকদের সঙ্গ, তাদের সাথে মেলামেশা এবং সম্পর্ক গড়া আর অর্থহীন আবেগ-অনুভূতির শিকার হওয়ার কারণে এমন হয়ে থাকে, ছোট ছোট কথায় উত্তেজিত হয়ে যাওয়া, রেগে যাওয়া, এসবের ফলেই সৃষ্টি হয়। এখনই ইতেকাফে বসে তাস খেলার উদাহরণ আমি দিয়েছি, বলতে গেলে তো মসজিদেই বসা, ইতেকাফে বসেছে, কিন্তু ইবাদতের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার পরিবর্তে বৃথা বিষয়াদিতে মজে আছে। এখন তাদের সাথে বসে আছে যারা, তারাও তেমনই লোক হবে যেমন এরা নিজেরা। এমন লোকদের সঙ্গও খারাপই করে, তা তারা মসজিদেই বসে থাকুক না কেন। কিন্তু আমাদের জলসায় আগমনকারীদের মাঝে এই দিনগুলোতে এমন পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়া উচিত যেন শুধু জলসার দিনগুলোতেই নয় বরং পরবর্তীতেও আমাদের সাথে যারা উঠাবসা করে তারা যেন সর্বদা বৃথা বিষয়াদি থেকে বেঁচে চলে। এই সমাবেশগুলো যেন এমন হয় যে, তাদের সাথে যারা বসে তাদেরকে কখনও বিমুখ করা হয় না। আল্লাহ্ তা'লার নিকট তারা গ্রহণীয় হয়ে থাকে। আমাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত হওয়া উচিত, সত্যতার মান এমনই উঁচু হওয়া উচিত যেন আমাদের ব্যবহারিক নমুনা অনদেরও পবিত্র পরিবর্তন আনয়নকারী বানিয়ে দেয়। এক জায়গায় আমাদের নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আরো একটি জরুরী বিষয় যা আমাদের জামাতের স্মরণ রাখা উচিত তা হলো, জিহ্বাকে যেন বৃথা কথাবার্তা থেকে পবিত্র রাখা হয়। তিনি বলেন, জিহ্বা বা মুখ হলো কোন সত্তার দেউড়ি বা প্রবেশদ্বার। আর জিহ্বাকে পবিত্র করার ফলে খোদা তা'লা যেন সেই সত্তার দেউড়িতে বা প্রবেশদ্বারে চলে আসেন। আর খোদা তা'লা যদি কোন দেউড়িতে বা প্রবেশদ্বারে চলে আসেন তাহলে তাঁর অভ্যন্তরে প্রবেশ করাও আশ্চর্যের কোন বিষয় নয়। আর দেউড়ি কি জিনিস? দেউড়ি বলা হয় কোন ঘরের মেইন গেইট বা সদর দরজাকে। খোদা তা'লা আপনার ঘরের নিকটে যখন এসে যান বরং সদর দরজায় উপস্থিত হন তাহলে, তিনি (আ.) বলেন, তাঁর ভিতরে প্রবেশ করা দূরবর্তী কোন বিষয় নয়, কেউ এটি বলতে পারে না যে, তিনি ভেতরে আসবেন না। সুতরাং বৃথা কার্যকলাপ থেকে আত্মরক্ষাকারী এবং উন্নত চরিত্র প্রদর্শনকারী ও নম্র ভাষীদের নিকটবর্তী হয়ে যান আল্লাহ্ তা'লা, আর এতটা নিকটতর হয়ে যান যে, যদি পুণ্যের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা থাকে তাহলে খোদা তা'লা এমন লোকদের ওপর নিজ কৃপা বর্ষণ করতঃ তাদেরকে নিজের করে নেন। আল্লাহ্ তা'লার ঘরে প্রবেশ করার অর্থ এটিই যে, তিনি সেই বান্দাকে আপন করে নেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যখন আপন করে নেন তখন মানুষের ইবাদতের এবং পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার তৌফিক লাভ হতে থাকে। অতএব, পুণ্যের মাধ্যমে পুণ্যেরই জন্ম হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের পথ উন্মুক্ত হতে থাকে। আমি পূর্বেও যেমনটি বলেছি, আমরা এখানে এসেছি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের জন্য। আর এটি যখন উদ্দেশ্য তখন কেবল বক্তৃতা শুনে জ্ঞানগতভাবে লাভবান হলেই এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের মাঝে ব্যবহারিক পরিবর্তন না ঘটাচ্ছি। আর ব্যবহারিক পরিবর্তনের জন্য যেখানে ইবাদত করার মাধ্যমে

আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায় করতে হবে সেখানে উন্নত চরিত্র এবং বৃথা বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করে একে অপরের অধিকারও প্রদান করতে হবে। অতএব এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এটি আল্লাহ্ তা'লার ফযল যে, তিনি আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রেখেছেন আর আমাদের ভুল-ভ্রান্তি খোলামেলাভাবে অন্যদের সামনে প্রকাশ পাচ্ছে না। নতুবা আমাদের প্রত্যেকে যদি নিজেকে যাচাই করে তাহলে আমরা জানতে পারব যে, কত শত ভুল আমাদের মাঝে রয়েছে, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্ধারিত মান অনুযায়ী কত শত দুর্বলতা আমাদের মাঝে পাওয়া যায়। আর এসব দুর্বলতা জামাত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র নামকে দুর্নাম করার কারণ হতে পারে। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে এটিও বলেছেন যে, আমাদের প্রতি আরোপিত হয়ে আমাদের দুর্নাম করো না। যদি আমাদের ইবাদতের মান উন্নত না হয় তাহলে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দুর্নাম করার কারণ হয়ে যাব। আমাদের চরিত্র যদি ভালো না হয় তাহলে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দুর্নাম করার মাধ্যমে পরিণত হব। আমরা বৃথা বিষয়াদিতে যদি জর্জরিত হই তাহলে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দুর্নাম করার দায়ে অভিযুক্ত হব। অতএব এটি অনেক বড় এক দায়িত্ব যা আমাদের অর্থাৎ আহমদীদের ওপর বর্তিয়েছে। আর এর জন্য আমাদের অনবরত নিজেদেরকে যাচাই করতে থাকা উচিত। এক উপলক্ষ্যে নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায় সে যেন আমলে সালেহ্ বা নেক কর্মে উন্নতি করে। তিনি বলেন, এগুলো আধ্যাত্মিক বিষয় আর আমল বা কর্মের প্রভাব বিশ্বাসের ওপরও পড়ে। অতএব শুধু এ কথা বলা যে, আমি বিশ্বাসগত দিক থেকে খুবই পাক্কা আহমদী, এটি যথেষ্ট নয়। কর্ম যদি নেক না থাকে, চারিত্রিক মান যদি উন্নত না হয়, তাহলে নেক কর্মের দুর্বলতা ধীরে ধীরে ঈমানের ক্ষেত্রেও দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরপর নামাযের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি (আ.) বলেন, বিগলিত চিত্তে নামায আদায় কর এবং অনেক বেশি দোয়া কর। অতএব এই দিনগুলোতেও এবং সর্বদা নিজেদের নামাযে বিগলন সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকা উচিত যেন খোদা তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। আর এসব জলসায় অংশগ্রহণের আসল বা প্রকৃত উদ্দেশ্য এটিই যে, আমরা যেন আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করি। পরস্পরের সুসম্পর্ক এবং একে অপরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে করুণা, দয়ার্দ্রতা এবং স্নেহ-মমতাপূর্ণ নম্রতার মাধ্যমে নিজ সন্তানের সাথে ব্যবহার কর, নিজ ভাইদের সাথেও সেই একই ব্যবহার কর। তিনি বলেন, যার চরিত্র ভালো নয় আমি তার ঈমান সম্পর্কে সন্দিহান কেননা তার মাঝে অহংকারের একটি বীজ রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, এক অহংকারী অন্যের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। নিজের সহানুভূতি কেবল মুসলমানদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখো না বরং সবার সাথে তা করো। মুসলমান হোক বা অমুসলমান, প্রত্যেকের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন কর। তিনি বলেন, খোদা তা'লা সবার প্রভু। তিনি শুধু মুসলমানদেরই প্রভু নন। তিনি তো সবার প্রভু, তা সে যে-ই হোক এবং যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন। তিনি (আ.) আরো বলেন, হ্যাঁ মুসলমানদের সাথে বিশেষভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন কর। তবে মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকের সাথেই সহানুভূতি প্রদর্শন করা

উচিত। আর মুসলমানদের সাথে তা কর বিশেষ মমতা নিয়ে। আর এরপর মুত্তাকী এবং সালেহীনদের সহানুভূতি ও মমতার বিশেষত্ব এর চেয়েও অধিক। মুত্তাকী এবং সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের সাথে তো সম্পর্ক আরো বেশি নিবিড় হয় এবং তাই হওয়া উচিত।

অতএব এগুলো হলো সেইসব উপদেশ যার পরিপূর্ণ আনুগত্য আমাদেরকে নিজেদের মাঝে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনয়নকারী বানাতে পারে। আর তখনই আমাদের মাঝে একে অপরের প্রতি সহানুভূতির স্পৃহা জাগ্রত থাকবে। অহংকারকে নিজেদের হৃদয় থেকে আমরা বের করে দিতে পারব। নিজ সন্তানদের মতো আমরা একে অপরের সাথে মমতাময় এবং ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহারকারী হব। এসব বিষয় যদি থাকে তাহলে আমরা সেই সমস্ত ঝগড়া এবং ফাসাদ থেকেও আত্মরক্ষাকারী হব যা আমাদেরকে অনেক সময় পরীক্ষায় নিপতিত করে। আর আমি যেভাবে বলেছি, এখানে জলসাতেও এমন আচরণ প্রকাশ পায়। পুনরায় আমি বলবো যে, আমাদের এখানে একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো নিজেদের আধ্যাত্মিক এবং ব্যবহারিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। আর এই উদ্দেশ্য আমরা তখনই অর্জন করতে পারবো যখন আমরা এক বিশেষ প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার আদায়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধকারী হব। অতএব এই দিনগুলোতে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। জলসার ব্যবস্থাপনার সাথেও পরিপূর্ণ সহযোগিতা করুন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় প্রবেশদ্বারে যদি চেকিং ইত্যাদিতে বাড়তি সময় ব্যয় হয় তাহলে সেখানেও তা সহ্য করুন এবং ধৈর্য্য ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করুন। আর বেশ বড় সংখ্যায় পুরুষ এবং মহিলা যেসব কর্মীরা রয়েছেন, শিশুরা রয়েছে, তাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। এটি দেখবেন না যে, কার বয়স কত বরং এটি দেখুন যে, তাকে যেই কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালন করতে গিয়ে সে আপনাকে কোন কথা বলছে যা আপনার পালন করতে হবে। আর তাদের জন্যও অনেক দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকেও সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন জলসার প্রকৃত কল্যাণ লাভকারী হই এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী হতে পারি। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।